Re. 1.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ১টাকা

মাসিক

Vol : II Issue : XI 15th FEBRUARY, 2014 মাঘ, ১৪২০, বার্ষিক মূল্য-১০টাকা RNI No WBBEN/2012/46375

গত ১৬ই জানুয়ারী ২০১৪ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে বেথুন ইন্সটিটিউটের শাখা অফিস রায়নগর, বাঁশদ্রোনী অফিসে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন ডাঃ কৃষ্ণা হালদার।

ছবি ঃ ডাঃ বীরেন মজুমদার

১৬ই জানুয়ারী ২০১৪ বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে একটি রিপোর্ট ।

১৬ই জানুয়ারী ২০১৪ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে ৬৯ সুবোধপার্ক রায়নগর বাঁশদ্রোনীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রী গৌতম চ্যাটার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে যা যা করা হয় তিনি তা বর্ণনা করেন। বাঁশদ্রোনী অফিস সজীব রাখার জন্য প্রতিমাসেই কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। এখানে কাজের পরিধি বাড়ানোর জন্য কমিটি করা হবে। আনোয়ার শাহ রোড থেকে এখানে পরিচালনা করতে অনেক অসুবিধা হয়। এখানে কমিটি করা হলে কাজের অনেকটা সুবিধা হবে। ১৯শে ডিসেম্বর এখানে চক্ষু পরীক্ষা শিবির করা হয়েছে। ৮১ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে ৩৬ জনকে স্বল্পমূল্যে চশমা দান করা হয় এবং ১৮জন রোগীকে বিনা খরচে চোখের অপারেশন করার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। মদারাট হিউম্যান এন্ড সোস্যাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির সহায়তায় এটা করা হয়েছে। আজ আমরা এখানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কার্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন আমাদের সহ-সভাপতি শ্রী রামরমন ভট্টাচার্য। তাছাড়া সঙ্গীতানুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়েছে, আপনারা তা উপভোগ করুন। তারপর বক্তব্য রাখেন শ্রী রাম রমন ভট্টাচার্য। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন

ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন আমরা সাধারণত তাঁর ধর্মীয় দিকগুলো নিয়েই আলোচনা করি। কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলো উপেক্ষা করি। তিনি যে কতবড় মাপের ছিলেন তা ভাবা যায় না। তিনি সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় যে আলোচনা করেছেন তা থেকে অনেক অজানা বিষয় জানা গেছে।

তারপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাঃ কৃষ্ণা হালদার। ডাঃ কৃষ্ণা হালদারের পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী সঞ্জয় চৌধুরী সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন ডাঃ কৃষ্ণাজ্জুন মুখার্জী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরন করে চললে জীবনের অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করা সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ যে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না তা তিনি বিভিন্ন উদাহরনের মাধ্যমে বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

সবশেষে সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র বলেন আজকের অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হয়েছে। আপনারা ধৈর্য ধরে বসে তা উপভোগ করলেন তার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

তারপর তিনি আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হয়।

২২শে জানুয়ারী ২০১৪ বুধবার অনুষ্ঠিত পিকনিক সম্পর্কে রিপোর্ট।

২২শে জানুয়ারী ২০১৪ বুধবার সংস্থার পক্ষ থেকে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মেইন গেইট থেকে ১/২ কি.মি ভিতরে এলাচি এলাকায় 'চন্দ্র মল্লিকা' নামক একটি বাগান বাড়ীতে পিকনিক করা হয়। বাড়ীটা বেশ জায়গা নিয়ে চতুর দিকে দেওয়াল ঘেরা। ভিতরে বিভিন্ন ধরনের গাছ, ফুল বাগান এবং বড় পুকুর ছিল। তাছাড়া মনোরম পরিবেশে বাড়ীর ভিতর সব ধরনের ব্যবস্থা ছিল।

৬৩ জন সদস্য পিকনিকে অংশ গ্রহন করেন। তাছাড়া ৮ বছরের নিচে ৫ জন সহ অন্যান্য মিলিয়ে মোট ৭৫ জনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। ২টি মিনি বাসের ব্যবস্থা করা হয়। বাস দুইটি সকাল ৯:০০টায় বেথুন ইন্সটিটিউটের সম্মুখ থেকে ছাড়া হয়। তাছাড়া অংশ গ্রহনকারী সদস্যদের মধ্য থেকে স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, হাস্যকৌতুক, মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত প্রতিযোগীতাগুলোয় ৩ জন বিচারক নিযুক্ত করা হয়। তারা হলেন - শ্রী সনৎ লাহিড়ী, শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত এবং শ্রী রতন কুমার সরকার।

বিচারকদের রায় অনুযায়ী -

স্বরচিত কবিতা আবৃত্তিতে - প্রথম শ্রীমতি জয়শ্রী গুপ্ত। দ্বিতীয় - শ্রী প্রশান্ত কুমার ধর। সঙ্গীত প্রতিযোগীতা - প্রথম শ্রীমতী শ্যামলী নাগ। দ্বিতীয় -শ্রী বিভাস দাসগুপ্ত। হাস্যকৌতুক - প্রথম শ্রী প্রশান্ত কুমার ধর। দ্বিতীয় - শ্রী দীপেশ মিত্র। মিউজিক্যাল চেয়ার - প্রথম শ্রীমতী শুক্লা গোপ। দ্বিতীয়- শ্রীমতী অদিতি নন্দী। তাছাড়া একটি খেলা - নতুন বছর ২০১৪। আয়োজক - শ্রীমতী শুভ্রা রায় চৌধুরী।

অংশ গ্রহনকারী সদস্যদের নিকট থেকে মোট ১৩,৩৫০ টাকা সংগ্রহ করা হয়। মোট খরচ হয় ২১০৯১ টাকা বেথুনের পক্ষ থেকে সাবসিডি বাবদ ৭৭৪১ টাকা প্রদান করা হয়। পিকনিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর বাস বিকাল ৪:১৫ মিনিটে রওনা হয়ে ৫:১৫ মিনিটে বেথুনের সম্মুখে পৌঁছায়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব উপভোগ্য হয়। অংশ গ্রহনকারী সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দ সুষ্ঠভাবে আয়োজনের ব্যবস্থা করায় প্রশংসা করেন।

বর্তমান শিক্ষা ও সমাজ

নির্মল দত্ত

ভারত যখন ভাগ হয়ে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হল, তখন ভাগ্যের পরিহাসে আমাদের বাড়ী পূর্ব পাকিস্তানে আর আমার মাসির বাড়ী ভারতে, ফলে বিছানা বেঁধে আমি মাসির বাড়ী এসে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলাম। মাসির সংসার বড্ড ছোট, মাসি মেসো আর স্বপ্নাদি। আমি একটা দিদি পেলাম আর স্বপ্নাদি পেল ভাই।

বছর তিনেক আমরা একসঙ্গে ছিলাম তারপর ভারতীয় আর্মির এক ক্যাপটেনের সঙ্গে স্বপ্নাদির বিয়ে হয়ে ওরা রুড়কী চলে গেল। আমার স্কুল ফাইনাল পাশ করার মধ্যে স্বপ্নাদি বার তিনেক বাপের বাড়ী এসেছিলেন এবং শেষের বার সদ্য জাত এক পুত্র সন্তান নিয়ে। তারপর আর স্বপ্নাদির সঙ্গে দেখা হয়নি।

স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আমি বি.এ. পড়তে বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলে চলে গেলাম। বি.এ. পাশ করে পি. এস.সি.তে পরীক্ষা দিয়ে এক পরিদর্শকের চাকরি পেয়ে পুরুলিয়া চলে যাই। সেখানে বাসা করে বাবা মাকে নিয়ে আসি। মায়ের কাছে শুনেছিলাম মেসো মারা যাবার পর মাসী বাড়ী বিক্রি করে স্বপ্নাদির কাছে দিল্লীতে চলে গেছেন ।

জীবনের নিয়মে আমার বিয়ে হল, ছেলে, মেয়ে হল বাবা মা স্বর্গে চলে গেলেন এবং শেষে চাকরি থেকে আমি অবসর নিলাম। কলকাতায় এক ফ্ল্যাট বুক করা ছিল, জিনিসপত্র নিয়ে কলকাতায় এসে ফ্ল্যাটে উঠলাম। এসেই প্রথম কাজ হবে স্বপ্নাদির সঙ্গে দেখা করা। প্রায় ৫০ বছর স্বপ্নাদির সঙ্গে দেখা হয়নি। যতটা সংবাদ ছিল তা প্রায় ২০ বছর আগে স্বপ্নাদির স্বামী কর্নেল অবস্থায় অবসর নিয়ে রিজেন্ট পার্ক এলাকায় ফ্ল্যাটে থাকেন। এবার গোটা রিজেন্ট পার্ক চষে ফেলতে হবে।

রিজেন্ট পার্ক চষে ফেলতে হল না কারণ কর্নেল সাহেবকে অনেকেই চেনেন। দরজা খুললেন স্বয়ং স্বপ্নাদি। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বেশ জোরে বলে উঠলেন — নীলু না ? বাব্বা! এতদিনে মনে পড়ল। ভেতরে আয়। স্বাভাবিক ভাবেই কর্নেল সাহেবের ফ্ল্যাট অনেক বড়। বসেই বললাম জামাইবাবু আর সব কোথায় ?

— ও বেলায় তোর জামাই বাবুর ডায়লিসিস হয়েছে, শুয়ে আছে, দাঁড়া ডাকছি।

— আর ছেলে ?

— তুই তো এক ছেলে দেখেছিলি কিন্তু আমার আরো এক ছেলে আছে।

— তারা কোথায় ?

— বড় ছেলে মনু আমেরিকায়, ওখানেই ছেলে, মেয়ে নিয়ে ওদের নাগরিকত্ব নিয়েছে, আর ছোট অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আছে। আমার দুই ছেলেই ডাক্তার ছোট ছেলের বউও ডাক্তার। ওরাও ওখানে বাড়ী কিনেছে।

— ছেলেরা সব বাইরে, জামাইবাবুর কথা তো শুনলাম। তুই একটু বেশী বুড়ি হয়ে গেছিস ।

— শুধু বুড়ি ? আমার হার্ট ব্লক, পেসমেকার লাগিয়েছি।

— তাহলে দুজনই অসুস্থ অথচ ছেলেরা বিদেশে, এখানে কার ভরসায় আছিস ?

—একজন ভাল বুড়ো ড্রাইভার পেয়েছি, ওকে এক ঘরের একটা ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছি আর মাসে ৭ হাজার বেতন দিই ওই সব করে। তোর জামাইবাবুর সপ্তাহে দুবার ডায়লিসিস হয় ও নিয়ে যায়।

— ছেলেদের কাছে চলে যাচ্ছিস না কেন ?

— টোকা দিয়ে দেখেছি, ওরা রাজী নয়। নীলু-ছেলে দুটোকেই ডাক্তার করে ছিলাম শেষ বয়সে আরামে নাতি পুতি নিয়ে থাকব আশা করে কিন্তু শিব গড়তে বাঁদর গড়েছি, তাই আর কিছু আশা করি না।

— টাকা পয়সা পাঠায় না।

— কখন ভুলেও বলে না, আমাদের অবশ্য দরকার নেই কিন্তু ওরা তো বলতে পারে।

— তুই কলকাতায় বাসা করেছিস ?

— হ্যাঁ ! জীবনে কখনও চেষ্টা করেও কলকাতা পোস্টিং পাইনি তাই অবসর নিয়ে কলকাতা আসব ঠিক করেছিলাম। সেই ইচ্ছে পূর্ণ করলাম।

এমনসময় জামাইবাবু এসে বসলেন। খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছে তার উপর মারণ রোগে আক্রান্ত।

— আপনারা দুজনেই অসুস্থ জানলাম। না এলেই ভাল হত অন্ততঃ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না।

জামাইবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন — অপরাধটা আমার। আমি ছেলেদের মানুষ করতে পারিনি। ওদের যদি সাধারণ শিক্ষা দিতাম তবে ওরা আজ এখানে থাকতেই বাধ্য হত। এখন মনে হয় অনেক খরচ করে ছেলেকে বেশী মানুষ করা অন্যায়, যারা করেছে, তারাই আজ একা, মৃত্যুর প্রতিক্ষা করছে যেমন আমরা করছি।

আগামী দিনের কর্মসূচীঃ-

● ২১শে 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস'। এই উপলক্ষে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ সোমবার বিকাল ৫:৩০ মিনিটে শহীদ সূর্য সেন ভবনে আমরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতির আসন অলংকৃত করবেন বাংলাদেশ উপ-দূতাবাস, কলকাতা-এর কাউন্সিলর ও দূতালয় প্রধান মিয়া মোঃ মাইনুল কবির। উক্ত অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

● আগামী ২রা মার্চ ২০১৪ তারিখে রবিবার বিকাল ৫টায় বেথুন ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর চতুর্থ প্রয়ান দিবস উপলক্ষে সংস্থার কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

● ৩রা মার্চ ২০১৪ মহান মানবতাবাদী ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনের ১২৪ তম জন্ম বার্ষিকী ও ১৩ই মার্চ বেথুনের স্মৃতিতে গঠিত বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস্ রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। উভয় দিবসকে স্মরণ করে আগামী ১৩ই মার্চ ২০১৪ সংস্থার পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

মানব জাতির কল্যাণ সাধনে স্বামীজীর মন্ত্র

আহার কর ..... পরিমিত
ধ্যানকর ..... নিয়মিত
বই পড় ..... মনোযোগ দিয়ে
চিন্তা কর ..... গভীর ভাবে
ব্যায়াম কর ..... নিয়মিত ভাবে
পরিকল্পনা কর ..... দূর দৃষ্টির সাথে
সেবা কর ..... তৎপরতা সাথে
দান কর ..... নির্লিপ্ত ভাবে
ভালোবাসো ..... নিঃস্বার্থ ভাবে
ব্যয়কর ..... বিবেচনার সাথে
তর্ক কর ..... যুক্তির সাথে
কথা বল ..... সংক্ষেপে
কাজ কর ..... নির্ভিক ভাবে
এগিয়ে চল ..... সত্য ও ভালবাসা নিয়ে
শুধু বড়লোক হয়না ..... বড় মানুষ হও

মনে রাখবে কাপুরুষেরাই পাপ কাজ করে, মিথ্যা বলে বীর কখনো পাপ কাজ করে না।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre. Ph. : 033 2473 9642, 033-2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700045, Editor - Sri Dipesh Mitra.